সমান্তরাল

শ্যাডো মুভীজ নিবেদিত

পরিচালনা: গুরু বাগচী

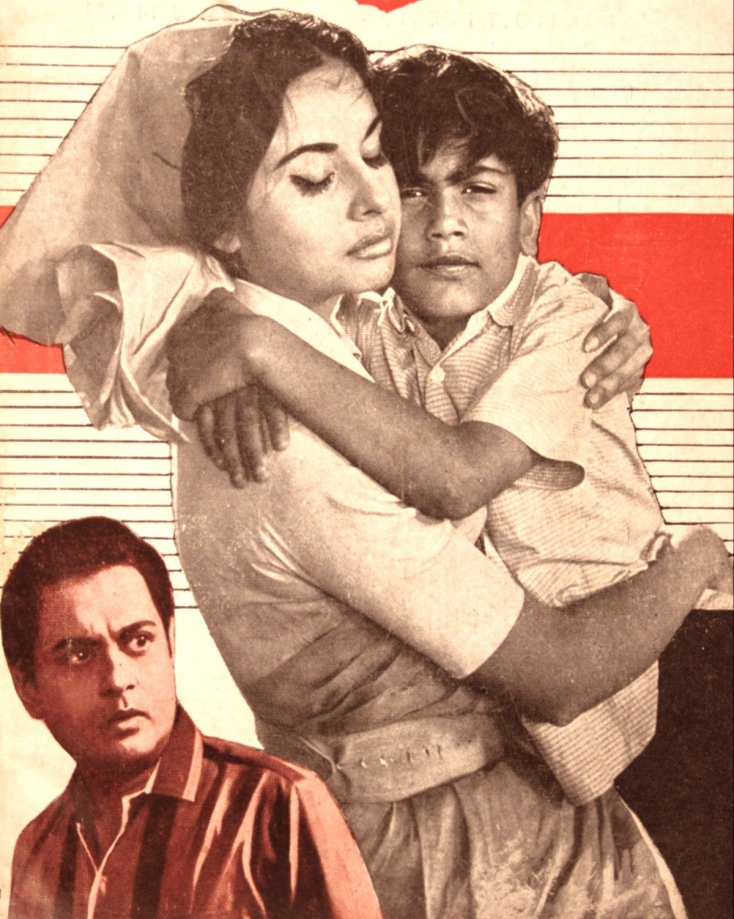

শ্যাডো মুভীজ নিবেদিত

সমান্তরাল

পরিচালনা : **গুরুদাস বাগচী।** সংগীত : **শ্যামল মিত্র।**

চিত্রনাট্য—**নির্মল দে।**

কাহিনী— প্রশান্ত চৌধুরী
গীতরচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সম্পাদনা—গোবিন্দ চ্যাটার্জী
শিল্পনির্দেশনা—বিজয় বসু
সহযোগী পরিচালনা—বুল্টু পালিত
রূপসজ্জা—গোপাল হালদার
কর্মসচিব—সুনীল রাম
ব্যবস্থাপনা—সুধীর বসু
দৃশ্য-অঙ্কন—বলরাম চ্যাটার্জী
নবকুমার কয়াল

আলোকচিত্র—দিলীপরঞ্জন মুখার্জী
শব্দানুলেখন-অন্তর্দৃশ্যে—ঋষি ব্যানার্জী
বহির্দৃশ্যে—রবীন সেনগুপ্ত
সঙ্গীতানুলেখন ও পুণঃশব্দযোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ
সঙ্গীতানুলেখন— সত্যেন চ্যাটার্জী
সাজসজ্জা—সরযূলাল, বৈজুরাম
আলোক-সজ্জা—মিলি ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস
স্থিরচিত্র—ষ্টুডিও বলাকা
পরিচয়লিখন—দিগেন স্টুডিও

প্রচার-পরিকল্পনা—রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
সহকারী—পিন্টু দত্ত

সর্বাধ্যক্ষ —কার্তিক চন্দ্র দাস

প্রচার-কার্য্যে —নির্মল রায় (ডিজাইন)॥ এস, কে, পাবলিসিটি।

—সহকারীগণ—

পরিচালনা—শঙ্কর রক্ষিত
আলোকচিত্র—গৌর কর্মকার
দেবেন দে
দুঃখী অধিকারী
কেষ্ট মণ্ডল
সম্পাদনা—অনিল দাস, বৈদ্যনাথ মিশ্র
শিল্পনির্দেশনা—সুরেশ চন্দ্র

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেন রায়
সলিল মিত্র
শব্দানুলেখন—পাচু মণ্ডল
পুণঃশব্দযোজনা—জ্যোতি চ্যাটার্জি
ভোলানাথ সরকার
রূপসজ্জা—শম্ভুনাথ দাস
ব্যবস্থাপনা—সন্তোষ সেনগুপ্ত ॥ রতি দাস

—আলোক সম্পাতে—

হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, দিলীপ ব্যানার্জী, থাঁদু দাস, সুনীল দাস, রামধনি।

কাহিনী

পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর এক পরিবেশের মাঝে পলাশপুর সরোজিনী মাতৃসদন। সেখানকার মেট্রন কমলা রায়ের খুব সুনাম। আর তার আট বছরের ছেলে মিঠু সকলেরই প্রিয়। মিঠু সুযোগ পেলেই রুগীদের যার যা দরকার এনে দেয়। আবার মায়ের ধমক্ খেয়ে সে পড়াশুনা করে।

বড়লোকের বউ সুনন্দা অন্তঃসত্বা হ'য়ে এই মাতৃসদনে আসে। তার স্বামীর নাম অশোক চৌধুরী। এই মাতৃসদনে সুনন্দা আসতে চায়নি। এখান থেকে সে বারবার চ'লে যেতে চায়। অশোক অনেক ক'রে তাকে বুঝিয়ে এখানে রাখে। আর কাছেই রেষ্ট-হাউসে নিজে থাকে।

রাত্রে রেষ্ট- হাউসে ফিরে দরজায় তালা দেওয়া দেখে অশোক হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে। কি যেন তার মনে পড়ে, কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে আছে তালাবন্ধ দরজার আড়ালে, কিসের এক অস্বোয়াস্তি ঘিরে ধরে থাকে!

মাতৃসদনের পুরনো দাই ক্ষীণদৃষ্টি বুড়ী মোক্ষদাকে দেখে সুনন্দা আঁতকে ওঠে। কিসের অস্বোয়াস্তিতে ভ'রে ওঠে তারও মনপ্রাণ। তার সে অস্বোয়াস্তি আরও বেড়ে যায় যখন সে জানতে পারে যে মিঠু কমলার ছেলে— আর কমলা রায় কুমারী!

কি যেন এক অতীত আছে কমলার!

বাপমা-হারা কমলা গরীব মামার সংসারে আশ্রিতা ছিল। দিনরাত মামীমার বকুনি খেয়েও সে লেখাপড়া ও গানবাজনার মধ্যে ডুবে থাকতো। বড়লোকের ছেলে রতনকে সে এড়িয়ে যেতে চাইলেও নিয়তির খেলায় তাকেই ভালবেসেছিল

কিন্তু এই ভালবাসা কি দিল কমলাকে ?

রতনের বড়লোক বাবার কাছে কমলার গরীব মামা নিজেকে বিকিয়ে দিলেন কেন ?

অতীত বিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে গেলেও বর্ত্তমানের পলাশপুর সরোজিনী মাতৃসদনে কমলার জীবনে আবার কেন দেখা দিল নতুন সমস্যা ?

কিসের এই সংকট ?

বুড়ী মোক্ষদাকে দেখে সুনন্দা ভয় পায় কেন ?

অশোক বিভ্রান্তের মত দিশা খুঁজে বেড়ায় কেন ?

মিঠু কমলাকে আরও আঁকড়ে ধরতে চায় কেন ?

আর কমলার মুখে পরিতৃপ্তির হাসিই বা ফুটে ওঠে কেন ?

কেন ! কেন !! কেন !!!

বিশ্ব-পরিবেশনা—**মিলি পিকচার্স**।

চরিত্রচিত্রণে :

মাধবী চক্রবর্ত্তী, অনিল চ্যাটার্জি, ললিতা চ্যাটার্জি, অনুপকুমার, কমল মিত্র, কালী সরকার, প্রসাদ মুখার্জি।

পদ্মা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী, মাষ্টার মলয়, মাষ্টার বাপী, মিতা মুখার্জি, প্রেমাংশু বসু, তাড়া ভাদুড়ী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, সীমা ভৌমিক, কালী চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর রক্ষিত, সতীশ মুখার্জি, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, খগেন পাঠক, রমেন ব্যানার্জি, বীরেন, মুখার্জি, অরুণ চক্রবর্ত্তী আরও অনেকে।

কণ্ঠসঙ্গীতে—

শ্যামল মিত্র ॥ আরতি মুখার্জি, ॥ সবিতা চৌধুরী

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

তপতী মুখার্জি, ছায়া রায় চৌধুরী, দাশরথি চৌধুরী, কৈলাস বাগচী, সুনীল দাশগুপ্ত (ম্যাসাঞ্জোর), গৌর গুহ, নিতাই, গুহ, রঞ্জন নিরোগী, (অটোম্যানসিপ্), অনিলকুমার ঠাকুর, চিন্ময়ী মুখার্জি, সোমেশকুমার মৈত্র, সুভাষকুমার মৈত্র, সন্তোষ পাঠক, তন্ময় ভট্টাচার্য, স্বদেশ মিত্র।

পরিবেশনায় উপদেষ্টা—মাণিক রায়।

সংগীত

(১)

চলে রাধিকা যমুনায়
মিলনে পিয়াসে ঐ চলে শ্রীমতী
বাজে নূপুর পায়।
শ্রবণে পশিল বঁধুয়ার বাঁশি
অধরে জাগিছে সলাজ হাসি।
ফুলে ফুলে অলি
দুলে দুলে গায়
চন্দ্রাবলীর ছায়।
রজনী জাগিবে সজনীর সাথে
দুলিবে দুজনে প্রেম-ঝুলনাতে।
ধীরে ধীরে চলে
ফিরে ফিরে চায়
অভিসারে ঐ যায়।

(২)

জানি না কেন আজ এত ভাল লাগে
মন যে আমার খুশী হল স্বপ্নের অনুরাগে।
আজ তুমি জীবনে আমার এসেছ
আমার আকাশে চন্দ্রকলায় হেসেছ।
তুমি স্নিগ্ধ, তুমি শান্ত,
তুমি গন্ধ, তুমি ছন্দ।
হৃদয়ে তাই যেন আনন্দ জাগে।
আজ তোমায় অনেক কাছে পেয়েছি।
সারাটি জীবন এই কি তবে চেয়েছি।
তুমি স্বপ্ন, তুমি শান্তি,
তুমি স্বর্গ, তুমি মুক্তি।
জীবন এত মধুর বুঝি নি আগে।

(৩)

ও নেই মানা
হারিয়ে যেতে চাই যে আমি নেই মানা।
তা যাই কোথায়
কতদূরে সুদূরে তা যে নেই জানা।
এখানে সারাবেলা দেবদারু ছায়া ঝরায়,
এখানে রডডেনড্রন শুধু গন্ধ ছড়ায়।
কিছুটা খেয়ালী, কিছুটা হেঁয়ালী,
ঝিরিঝিরি ঝরে শুধু মন ঝর্ণা।
মেঘ কুয়াশা করে শুধু খেলা যে,
নিজেরে হারিয়ে ফেলা যে।
এখানে ঘরছাড়া মনটারে কে যে টানে,
এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বপ্ন আনে।
কিছুটা আলো রে
লাগে কি ভাল রে
ঝিলিমিলি আকাশ হল নীল ঝর্ণা।

(৪)

যে প্রদীপ নেভালো নিয়তি
স্মৃতি কেন তারে জ্বেলে রাখে,
আগুনে যে প্রজাপতি নিজেরে আহুতি দিল
ফুল কেন মিছে তারে ডাকে!
যে নদী মরুতে মিশে যায়
সাগর তো মিছে তারে চায়,
বরষার জোছনা যে আমি
শ্রাবণেরই মেঘেরই সে ফাঁকে!
যে দিকে তাকাই আমি শুধু
ভুলেরই সে বালুচরে
চোরাবালি করে ওই ধু ধু!
যে বাঁশিতে সব সুর শেষ
কেন বেজে ওঠে তার রেশ,
ধূপ সে তো চিরদিনই জ্বলে
কেন তার গন্ধটা থাকে!

পরিস্ফুটনে :

অবনী রায় ॥ তারাপদ চৌধুরী ॥ রবীন ব্যানার্জি ॥ অজিত ঘোষ ॥ কানাই মুখার্জি

ক্যালকাটা মুভীটোন প্রাঃ লিঃ-এ আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

মিলি পিকচার্স, ৩৬, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ন্যাশনল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।